অভিসরণ
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue I, January 2026, PP. 69-77
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027

বাংলা গোয়েন্দা গল্পের ধারায় বিশ শতকের দুই গোয়েন্দা — ব্যোমকেশ বক্সী ও পি. কে. বাসু

অসীমা সাহু
গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাজা নরেন্দ্রলাল খান মহিলা মহাবিদ্যালয় (স্বশাসিত), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

সারসংক্ষেপ (Abstract):
বাংলা সাহিত্যের ধারায় গোয়ান্দা গল্পের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এই ধরণের গল্পে একটি অপরাধ সূচিত হয়, একজন তীক্ষ্ণধী গোয়েন্দা তার পর্যবেক্ষণ শক্তি ও বুদ্ধির বলে রহস্যের সমাধান করে, অপরাধীকে চিহ্নিত করে। বুদ্ধির কৌশল থাকে বলে গোয়েন্দা গল্প পাঠক সমাজে বেশ জনপ্রিয়। গোয়েন্দা গল্পের ধারাটিও সুপ্রাচীন, বৈদিক সাহিত্যেও তার দেখা মেলে। সংস্কৃত সাহিত্য- পালি সাহিত্য হয়ে চর্যাপদ- মঙ্গল কাব্যের পথ পেরিয়ে উনিশ শতকে গোয়েন্দা গল্পের ধারাটি পুষ্ট হয়ে ওঠে।
আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গোয়েন্দা চরিত্রগুলির মধ্যে ব্যোমকেশ বক্সী প্রতিনিধিস্থানীয়। ব্যোমকেশের স্রষ্টা শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে লেখক নারায়ণ সান্যাল সৃষ্টি করলেন আর এক গোয়েন্দা চরিত্র- পি. কে. বাসু। স্বাভাবিকভাবেই পূর্বসূরী ব্যোমকেশেরও উত্তরসূরী পি. কে. বাসুর মধ্যে একটা তুলনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। বৈদিক সাহিত্যের যুগ থেকে বাংলা সাহিত্যে ক্রাইম কাহিনীর সংক্ষিপ্ত রূপরেখা এবং উনিশ শতকের বাংলা গোয়েন্দা গল্পের ধারায় গুরু ব্যোমকেশ বক্সী ও তারই অনুপ্রেরণায় সৃষ্ট শিষ্য পি. কে. বাসুর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা আমার আলোচ্য বিষয়।

সূচক শব্দ (Key Word): গোয়ান্দা গল্প, ব্যোমকেশ বক্সী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ সান্যাল, পি. কে. বাসু, ক্রাইম কাহিনী